ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

# রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 187 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩৪৩ ● কলকাতা ● ০৬ পৌষ, ১৪৩২ ● সোমবার ● ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

## হিন্দু যুবককে পিটিয়ে-পুড়িয়ে মারাকে সমর্থন ইউনূসের বিদেশ উপদেষ্টার

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশি হাইকমিশনে হামলার চেষ্টা নিয়ে ভারতের প্রেস বিজ্ঞপ্তি সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করল ঢাকা। আজ, রবিবার বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় ভারতের বক্তব্যের জবাবে এমনই প্রতিক্রিয়া জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। বিবৃতিতে ভারতের বিদেশমন্ত্রক জানিয়ে দেয়, শনিবার নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন যুবক জড়ো হয়েছিল। তারা ময়মনসিংহে দীপু চন্দ্র দাস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে সেখানে উপস্থিত হয়। স্লোগান দেয় এবং বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি তোলে। তবে কোনও মুহূর্তেই ওই যুবকদের পক্ষ থেকে হাইকমিশনের নিরাপত্তা বেষ্টনী ভাঙার চেষ্টা করা হয়নি। তারা শুধু স্লোগান দিয়েছে এবং কিছুক্ষণ পর ঘটনাস্থলে থাকা পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। বিবৃতি

এরপর ৩ পাতায়

**পর্ব 150**

## হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

উপর থেকে লৌহযুক্ত জল একটানা পড়ে নানা প্রাকৃতিক আকার তৈরী হয়ে গিয়েছিল। আগে গিয়ে এক শিলাভূমির উপর গুরুদেব বসে পড়লেন এবং সামনের শিলাভূমির উপর আমাকে বসালেন এবং বললেন, "এখন কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বস।" এরকম বলে তিনি চোখ বন্ধ করে বসে গেলেন এবং পরে আমার চোখও নিজের থেকেই ভারী হয়ে গেল এবং কখন ধ্যান লেগে গেল বুঝতেই পারলাম না।

**ক্রমশঃ**

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

# নদী লুটের নীরব চক্রে পুলিশের হানা, আশকোলায় বালি বোঝাই ট্রাক্টর আটক

**অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম:**

রাত নামলেই নদী কার্যত পরিণত হচ্ছিল বালি পাচারের আঁতুড়ঘরে। দিনের আলোয় নিস্তব্ধতা থাকলেও, অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গেই সক্রিয় হয়ে উঠত বেআইনি চক্র। আইনের চোখে ধুলো দিয়ে সুবর্ণরেখার বুক চিরে চলত অবাধ বালি লুট। দীর্ঘদিনের সেই অভিযোগেরই বাস্তব প্রমাণ মিলল পুলিশের অভিযানে। অবৈধভাবে বালি পাচারের অভিযোগে গোপীবল্লভপুর-২ ব্লকের বেলিয়াবেড়া থানার অন্তর্গত আশকোলা এলাকা থেকে একটি বালি বোঝাই ট্রাক্টর আটক করেছে বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ। রবিবার ভোররাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানের সময় ট্রাক্টরটিকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। অবৈধ বালি পাচার রুখতে তৎপর বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ।স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চোরচিতা এলাকায় সুবর্ণরেখা নদী থেকে গোপনে রাতের অন্ধকারে ট্রাক্টরের মাধ্যমে অবৈধভাবে বালি তোলা হচ্ছিল। পরে সেই বালি বিভিন্ন এলাকায় বেআইনিভাবে বিক্রি করা হতো বলে অভিযোগ।এই ঘটনার সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ। আটক বালি বোঝাই ট্রাক্টরটির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।পুলিশের এই লাগাতার অভিযানে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার সর্বস্তরের মানুষজন।

# ফালাকাটায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত দুই,শোকের ছায়া পরিবারে

**হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা**

শনিবার রাত ও রবিবার সকাল মিলে দুটি আলাদা সড়ক দুর্ঘটনায় দু'জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটল আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটায়। পুলিশ জানিয়েছে, প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে শনিবার রাতে। ফালাকাটা-মাদারিহাট সড়কের হলং -র পাশে পেট্রোল পাম্পের বিপরীত দিকে একটি ছোটো মারুতি গাড়ি ফালাকাটার দিকে আসছিল। সেই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি গার্ডওয়ালে ধাক্কা মারে। তারপর গাড়িটি রাস্তার ধারের ঝোপ ঝাড়ে পালটি খেয়ে পড়ে যায়। সেই গাড়িতে থাকা একজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম কৌশিক দাস। তার বাড়ি ছোট শালকুমারের ৬ মাইল এলাকায়। তবে ওই গাড়িতে আরও চারজন যাত্রী ছিলেন। তারা সামান্য চোট পান। রবিবার সকালে কুঞ্জনগর এলাকাতে আরো একটি দুর্ঘটনা ঘটে। এই এলাকায় স্বামী-স্ত্রী স্কুটিতে করে যাচ্ছিলেন। স্ত্রীর ছিল আজকে পুলিশের পরীক্ষা। তখন পেছন দিক থেকে একটি ভারী গাড়ি স্কুটিতে ধাক্কা মারে। জখম অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া হয় কোচবিহার জেলা হাসপাতালে। সেখানে নেওয়ার পথেই স্বামী অধীর বর্মনের মৃত্যু হয়। তার স্ত্রী রত্না বর্মনের একটি পা ভেঙেছে। তবে ফালাকাটা থানার পুলিশ রাতেই দুর্ঘটনাগ্রস্থ চার চাকার গাড়িটি উদ্ধার করে। এদিন সকালে কুঞ্জনগরের স্কুটিটিও পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় এমন দুর্ঘটনা বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

# ঢাকা থেকে ফোন এল নয়াদিল্লিতে!

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

কখনও সেভেন সিস্টারকে বিচ্ছিন্ন করার হুঁশিয়ারি। কখনও বা ভারত ভেঙে 'গ্রেটার বাংলাদেশ' তৈরির স্বপ্ন। ভোটের গরম আবহে এটাই পদ্মাপাড়ের 'বেনজির' চিত্র। এমনকি হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাতারাতি যে ভাবে পট পরিবর্তন হয়েছে, তা নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন নয়াদিল্লি। শনিবার এই আবহেই ভারতের চিফ অব আর্মি স্টাফ বা সহজ কথায় সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদিকে ফোন করলেন বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান।

গণপিটুনি দিয়ে মরণাপন্ন অবস্থা করা হয় তাঁর। তাঁকে উদ্ধার করতে ছুটে আসে পুলিশ। আপাতত হাসপাতালে ভর্তি ওই রিক্সাচালক। চোখে-বুকে গুরুতর আঘাত, যমে-মানুষে চলছে টানাটানি।থাকা সমস্ত ভারতীয় সম্পত্তি নিরাপদ রয়েছে বলেই জেনারেল দ্বিবেদিকে জানিয়েছেন বাংলাদেশের সেনাপ্রধান। গত দিন তিনেক ধরে ঢাকা-সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ভয়াবহ পরিস্থিতি।

উন্মত্ত উগ্রপন্থীর দল শেষ করেছে দেশের ঐতিহ্য। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ছায়ানট। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে দেশের অন্যতম দু'টি সংবাদমাধ্যমের অফিসেও। এই আবহে কোনও 'ভারতীয় সম্পত্তির ক্ষতি হবে না' বলেই হটলাইনে আশ্বাসবাণী দিয়েছেন বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান। যে কোন উপায়ে ভারতীয়দের সম্পত্তি রক্ষা করা হবে বলেও সংযোজন তাঁর।

তবে এই বার্তার পরেও শান্তি জিইয়ে রাখা কি সম্ভব হয়েছে? স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ময়মনসিংহের দীপু চন্দ্র দাসের হত্যার পরও 'আক্রান্ত' হয়েছেন আরও সংখ্যালঘু হিন্দু। নাম গোবিন্দ বিশ্বাস। তিনি পেশায় রিক্সাচালক। শনিবার তাঁর হাতে লাল সুতো দেখে বেধড়ক মারধর করে জামাতে-ইসলামির কিছু নেতা-কর্মী।

(১ম পাতার পর)

# হিন্দু যুবককে পিটিয়ে-পুড়িয়ে মারাকে সমর্থন ইউনূসের বিদেশ উপদেষ্টার

প্রকাশ করে জানানো হয়, ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী ভারত তার ভূখণ্ডে থাকা বিদেশি মিশন ও পোস্টের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশে চলমান পরিস্থিতির ওপর ভারত নিবিড় নজর রাখছে।

এই ঘটনায় নিন্দা পর্যন্ত করেননি তিনি। স্বাভাবিকভাবেই ভারত বিরোধিতা বজায় রইল। এই বিষয়ে তৌহিদ হোসেন বলেন, 'দিল্লিতে বাংলাদেশি হাইকমিশনারের পরিবার হুমকি ও নিরাপত্তাহীনতাবোধ করছে। হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে এর প্রমাণ নেই। কিন্তু আমরা শুনেছি হুমকি দেওয়া হয়েছে।'

এদিকে বাংলাদেশে যে সংবাদমাধ্যমের অফিসে হামলা, দীপু দাসকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা, আগুনে শিশুকে পুড়িয়ে মারা, হিংসা, অগ্নিসংযোগ থেকে শুরু করে ভারতীয় দূতাবাসের উপর হামলার কথা বাংলাদেশ স্বীকার করেনি। আসলে তদারকি সংকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস হিন্দু যুবককে পিটিয়ে-পুড়িয়ে মারাকে কার্যত সমর্থন করলেন এভাবেই। কারণ তিনিও ঘটনা নিয়ে কোনও নিন্দা করেননি। তারপরই এদিন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, 'দিল্লিতে বাংলাদেশ মিশনের অবস্থান কূটনীতিক এলাকার ভিতরে, খুবই নিরাপদ স্থান। সেখানে হিন্দু চরমপন্থী এলাকার মধ্যে আসতে পারবে কেন? আসতে দেওয়া হয়েছে, এমন ঘটনা প্রত্যাশিত নয়।' এভাবেই উস্কানি দিলেন তিনি বলে মনে করা হচ্ছে।

অন্যদিকে বাংলাদেশে হিংসা অব্যাহত রয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার সংযমে থাকার বার্তা কেউ শুনছে না। ফলে সেখানে বন্ধ করে দিতে হয়েছে ভিসা সেন্টার। এই নিয়ে মুখে কিছু না বললেও এভাবেই উস্কানি দিয়েছেন তৌহিদ হোসেন বলে মনে করা হচ্ছে। এই বিষয়ে তৌহিদ হোসেনের বক্তব্য, একজন বাংলাদেশি নাগরিক নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। তার সঙ্গে মাইনরিটিজের নিরাপত্তাকে এক করে ফেলার মানে হয় না। যাকে হত্যা করা হয়েছে, তিনি বাংলাদেশের নাগরিক এবং বাংলাদেশ অবিলম্বে এই ব্যাপারে অ্যাকশন নিয়েছে। বেশ কয়েকজনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু যেভাবে এটিকে উপস্থাপন করা হয়েছে সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা মনে করি নিরাপত্তার স্বাভাবিক যে নিয়ম আছে, সেখানে তা ঠিকমতো পালন করা হয়নি। তবে মিশনের নিরাপত্তার বিষয়টি তারা দেখার কথা জানিয়েছে, আমরা সেটি নোট করেছি।'

# তপ্ত বাংলাদেশ, সীমান্ত 'ঠান্ডা' করল বিএসএফ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অশান্ত বাংলাদেশ। এই আবহে সর্বক্ষণ কড়া নজর রয়েছে সীমান্তে। কারণ, যত তপ্ত হয়েছে পদ্মাপাড়, ততই আঁচ এসে পড়েছে ভারতের উপর। সীমান্ত দিয়েই অনুপ্রবেশের ছক কষেছে উগ্রপন্থীরা। এই আবহে সীমান্তে বিরাট কাণ্ড। বিএসএফ-এর সটান গুলিতে খতম দুই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। মেঘালয় এবং বাংলাদেশের সিলেট সীমান্তের কাছে ১২৬০ পিলার লাগোয়া পাড়াইহাট অংশে ঘটনাটি ঘটেছে।বাকিরা পালিয়ে যায়। শুধু গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ যায় ওই দুই অনুপ্রবেশকারীর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই আশিকুর এবং মোশাইদ নানা অপরাধ মূলক কাজ কর্মের সঙ্গে জড়িত ছিল। বাংলাদেশের অন্দরে একাধিক জঙ্গি গোষ্ঠীর নেতা-কমান্ডদের সঙ্গে ওঠা-বসা ছিল তাঁদের। নাশকতা ছক কষার চেষ্টা করেছে এই পাড়েও। তবে এই নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে এখনও কিছু জানায়নি ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী।নিহত দুই অনুপ্রবেশকারীর নাম আশিকুর এবং মোশাইদ। এরা নতুন মুখ নয় সূত্রের খবর, ওই অংশে কর্তব্যরত সীমন্তরক্ষীরা এই দু'জনকে অনেক আগে থেকেই চেনেন। নানা ছলে-বলে এবং কৌশলে এরা ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছে।

এরপর ৬ পাতায়

## সম্পাদকীয়

### বাংলাদেশ থেকে ভারতে দলে দলে

বাংলাদেশে অশান্তি কমার লক্ষণ নেই। খুন, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেই চলেছে। সেই আবহেই পেট্রাপোল সীমান্ত হয়ে ভারতে ঢুকতে দেখা গেল বাংলাদেশের নাগরিকদের। আপাতত আত্মীয়দের বাড়িতে থাকবেন বলে জানিয়েছেন কেউ কেউ। এমনকি ভারত থেকে যাঁরা বাংলাদেশ গিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেও ফিরে আসছেন।পেট্রাপোল সীমান্ত অঞ্চলে যাঁরা অটো, গাড়ি চালান, তাঁরা জানিয়েছেন, আগে প্রচুর মানুষ আসতেন। এলাকা পুরো গমগম করত। এখন টোটোয় যাত্রীই হয় না। আগে যেখানে দিনে ১০ হাজার লোক আসতেন, এখন সেই সংখ্যা কমে হয়েছে ৮০০-৯০০। জীবন জীবিকা সঙ্কটের মুখে। বেঁচে থাকাই দুষ্কর হয়ে উঠেছে।বাংলাদেশে নাগরিক যাঁরা পেট্রাপোল সীমান্ত হয়ে ঢুকছেন, তাঁদের অনেকেরই চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ। জানাচ্ছেন, বাংলাদেশেও থাকতে পারছেন না, আবার ভারতেও থাকার উপায় নেই। নাগরিকত্ব কী ভাবে পাবেন জানেন না। কোথায় যাবেন বুঝতে পারছেন না তাঁরা, অসহায় বোধ করছেন।

বাংলাদেশে গতবছর শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটে। আর সেই থেকেই লাগাতার অশান্তি, হিংসার খবর সামনে আসছে। বাংলাদেশের নাগরিকরা জানাচ্ছেন, সুস্থ জীবনযাপনের সুযোগ আর নেই। ব্যবসা চলছেন না, কাজে বেরোতে পারছেন না, ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতেও ভয় পাচ্ছেন। মহিলারাও ভয়ে আছেন। বাইরে মেপে কথা বলতে হচ্ছে। বাক স্বাধীনতা নেই।

রবিবার পেট্রাপোল হয়ে দেশে ফেরেন নেপালচন্দ্র বিশ্বাস। ১৯৯২ সালে সপরিবারে ভারতে চলে আসেন তিনি। বাবার বন্ধু ফিজু আহমেদকে খুঁজতে সম্প্রতি বাংলাদেশ গিয়েছিলেন। দেশে ফিরে বলেন, "আগের মতো নেই। এখন পরিবর্তন হয়েছে।" বাংলাদেশের বাসিন্দা শ্যামলকুমার ভদ্রর বাড়ি রাজবাড়ি এলাকায়। তিনি হিপ জয়েন্ট অস্ত্রোপচার করাতে এসেছেন। তবে কথা বলতে ইতস্তত বোধ করেন তিনি। বলেন, "শিয়ালদায় চিকিৎসা করাতে এসেছি। আর কিছু বলতে চাই না।"

যদিও ঢাকার বাসিন্দা শান্তিরঞ্জন সাহা যদিও কোনও রাখঢাক করেননি। তিনি বলেন, "খালি আল্লা হু আকবর দেয়। জোর জুলুম করছে। মিছিল করছে খালি। রাস্তা আটকে দিচ্ছে। দোকানবাজার অর্ধেক খোলা, অর্ধেক নয়। হিন্দুরা আতঙ্কে রয়েছে।" শান্তিরঞ্জন রানাঘাটে এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছেন। স্ত্রী আগে থেকেই রয়েছেন এখানে। কিন্তু ফিরতে চাইছেন না বলে জানিয়েছেন। শান্তিরঞ্জনের বক্তব্য, "ভয় হচ্ছে। গেলে জীবন বাঁচবে না। কষ্ট করে কোনও রকমে, চোরের মতো রয়েছেন। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলতে হবে।"

## বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

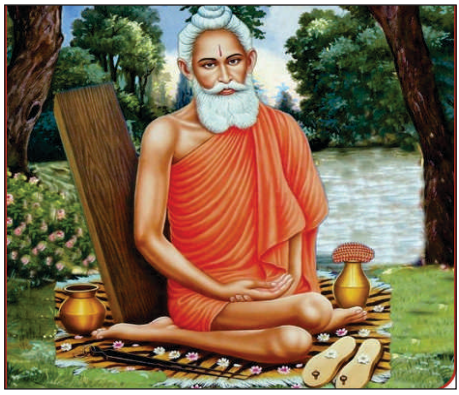

আশ্রমের পাশে কামনা সাগর ও জিয়স নামে পুকুর খনন করা হয়। এই পুকুরটিতে আশ্রমে আগত ভক্তরা স্নান করেন।বারদীর লোকনাথ আশ্রম এখন শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের তীর্থ স্থানই নয়, বরং ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সকল ধর্মের, সকল মানুষের কাছে এক মিলন মেলা হিসেবে পরিচিত।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

## শতবর্ষের মঞ্চে শুভেন্দুদের প্রশ্নের জবাব সুকৌশলে দিলেন ভাগবত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন। ঠিক তার আগেই কলকাতায় আরএসএস-এর শতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এলেন সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত । রবিবারের এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার পাশাপাশি সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখিও হন তিনি। রাজনীতি থেকে বাংলাদেশ পরিস্থিতি, অনুপ্রবেশ, ধর্ম ও সরকারের ভূমিকা - একাধিক স্পর্শকাতর বিষয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন আরএসএস প্রধান।সব মিলিয়ে, আরএসএস-এর শতবর্ষের মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাংলার ভোট-রাজনীতি নিয়ে সরাসরি দিশা না দেখালেও, মোহন ভাগবতের বক্তব্যে স্পষ্ট - রাজনৈতিক প্রশ্নে সংযম, আর সমাজ ও ধর্মের প্রশ্নে স্বতন্ত্র অবস্থানেই থাকতে চায় সংঘ নেতৃত্ব।বাংলাদেশে সাম্প্রতিক অস্থিরতা ও তার প্রভাব নিয়ে একাধিক প্রশ্ন ওঠে। শুভেন্দু অধিকারী , কাজী মাসুম আখতার ও খগেন মুর্মুর মতো ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে মোহন ভাগবত বলেন, এই পরিস্থিতির প্রভাব যে পশ্চিমবঙ্গে পড়ছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁর বক্তব্য, সীমান্ত খোলা

এরপর ৬ পাতায়

## বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

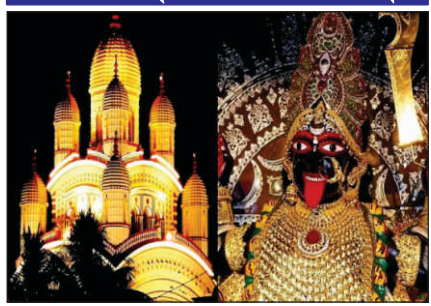

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অনন্যমনা এবং বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত হইয়া ধ্যান ও জপ করিলে উগ্রতারা সিদ্ধ হন। ইনি একমুখ, চতুর্ভুজ এবং ইহার মূর্তি অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। ইনি প্রত্যালীঢ় পদে শবোপরি দণ্ডায়মান থাকেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# রাষ্ট্রপতির সইয়ে আইনে পরিণত হল 'জিরামজি'

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

সপ্তাহ শেষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর থেকে অনুমোদন পেয়ে আইনে পরিণত হল মোদী সরকারের আনা বিকশিত ভারত-গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বিল। সংক্ষেপে বলতে গেলে, 'জিরামজি' বিল। বৃহস্পতিবার দুপুরে লোকসভায় পাশ হয়েছিল এই জিরামজি বিল। রাজ্যসভায় পাশ হয়েছিল মধ্যরাতে।শুধু তা-ই নয়, আরও একাধিক তাত্ত্বিক ফারাক রয়েছে মনরেগা এবং জিরামজি-র মধ্যে। যেমন পূর্বে মনরেগার সম্পূর্ণ অনুদানের দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কাঁধে। তবে এবার কিছুটা দায়িত্ব রাজ্যের দিকেও ঠেলে দিয়েছে মোদী সরকার। জিরামজি-র জন্য অর্থ বরাদ্দ হবে ৬০:৪০ অনুপাতে। অবশ্য কংগ্রেসের মতে, এর মাধ্যমে রাজ্যগুলির উপর চাপ তৈরির চেষ্টা করছে কেন্দ্র। প্রসঙ্গত জিরামজি বিল, আইনে পরিণত হওয়ার আগের দিনই এটিকে 'কালো আইন' বলে কটাক্ষ করেছেন কংগ্রেস নেত্রী সনিয়া গান্ধী। তাঁর অভিযোগ, একদিকে মহাত্মা গান্ধীর নামের উপর 'বুলডোজ়ার' চালানো হচ্ছে। সঙ্গে কারা কর্মসংস্থান পাবেন, কতটা কাজ দেওয়া হবে, কোথায় কাজ দেওয়া হবে, সেই সকল ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার।তারপর তা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল রাষ্ট্রপতির কাছে। অবশেষে রবিবার সেই বিলে স্বাক্ষর করে দিলেন রাষ্ট্রপতি। মনরেগাকে 'সরিয়ে' গ্রামীণ রোজগারকে সুনিশ্চিত করতে মোদী সরকারের আনা নতুন বিল সংসদে পেশের পর আইনে পরিণত হল মাত্র পাঁচদিনের ব্যবধানে। মনমোহন সিংয়ের জমানায় শুরু হয়েছিল মহাত্মা গান্ধী ন্যাশানাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট বা মনরেগা। তবে দেশের জনসাধারণের কাছে এটি ছিল ১০০ দিনের কাজ।

এবার সেই আইনী কাঠামোতেই বদল ঘটাল কেন্দ্রীয় সরকার। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত তৈরির উদ্যোগকে সামনে রেখেই মোদী সরকার আনল ভিবি জিরামজি বিল। যা এবার পরিণত হল আইনে।মন রেগার থেকে কোথায় গিয়ে ফারাক রয়েছে এই আইনের? এই আইনের ধারা ৫-এর ১ বলা হয়েছে, এবার থেকে ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি নয়। বরং উপভোক্তাদের দেওয়া হবে ন্যূনতম ১২৫ দিনের কাজের গ্যারান্টি।

তবে তফসিলি উপজাতি ভুক্ত নাগরিকরা - যাঁরা বনাঞ্চলে থাকেন, তাঁদের দেওয়া ১৫০ দিনের কাজের গ্যারান্টি। এছাড়াও ফসল কাটার মরসুমে দেওয়া হবে ৬০ দিনের ছাড়। বাকি ৩০৫ দিনের মধ্যে পূর্ণ হবে ১২৫ দিনের কাজের গ্যারান্টি। তবে বিরোধীদের অভিযোগ, কাজের দিন বাড়িয়ে কি লাভ? বছর বছর ধরে একই মজুরিই দিয়ে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার।


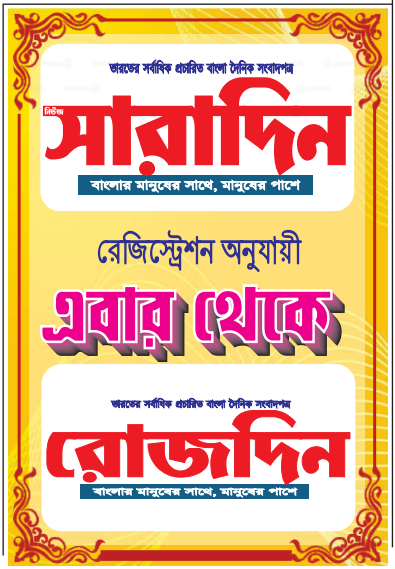



# আসামের নামরূপে ইউরিয়া কারখানার ভূমি পূজার অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ

## (প্রথম পর্ব)

**নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫**

আমি আপনাদের আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

আসামের রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য জি, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জি, কেন্দ্রে আমার সহকর্মী এবং আপনাদের প্রতিনিধি, আসামের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল জি, আসাম সরকারের মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, এবং আমাদের আশীর্বাদ করতে বিপুল সংখ্যায় আসা আমার সকল ভাইবোন, আমি মণ্ডপের বাইরে আসলে ভেতরে যত মানুষ আছে তার চেয়েও বেশি মানুষ দেখতে পাচ্ছি।

সাউলুং সুকাফা এবং মহাবীর লাসিত বরফুকনের মতো বীরদের এই ভূমি, ভিস্বর দেউরি,

এরপর ৬ পাতায়


পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে

চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

(৫ পাতার পর)

# আসামের নামরূপে ইউরিয়া কারখানার ভূমি পূজার অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ

শহীদ কুশল কুভার, মোরান রাজা বোদৌসা, মালতী মেম, ইন্দিরা মিরি, প্রয়াত সর্বানন্দ সিং এবং সাহসী নারী সতী সাধ্বীর এই ভূমি, আমি উজানি অসমের এই মহান মাটির প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম জানাই।

বন্ধুগণ,

আমি আপনাদের সকলকে, দূর-দূরান্তে, এত বিপুল সংখ্যক মানুষের উৎসাহ, ভালোবাসা, স্নেহ বর্ষণ করতে দেখছি। আর বিশেষ করে, আমার মা ও বোনেরা, এত বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য আপনারা যে ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ এনেছেন, তা আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি এবং এক আশ্চর্য অনুভূতি। আমার অনেক বোন এখানে উপস্থিত, আসামের চা বাগানের সুবাস নিয়ে আসছেন। চায়ের এই সুবাস আসামের সঙ্গে আমার সম্পর্কে এক অনন্য অনুভূতি তৈরি করে। আমি আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানাই। এই স্নেহ এবং ভালোবাসার জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

বন্ধুগণ,

আজ আসাম এবং সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য একটি বড় দিন। নামরূপ এবং ডিব্রুগড়ের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্বপ্ন আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। আজ, এই সমগ্র অঞ্চলে শিল্প অগ্রগতির এক নতুন অধ্যায় শুরু হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে, আমি এখানে অ্যামোনিয়া-ইউরিয়া সার কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছি। ডিব্রুগড়ে আসার আগে, গুয়াহাটিতে একটি বিমানবন্দর টার্মিনালও উদ্বোধন করা হয়েছিল। আজ, সবাই বলছে যে আসাম উন্নয়নের এক নতুন গতিতে পৌঁছেছে। আমি আপনাদের বলতে চাই যে আপনারা যা দেখছেন এবং অনুভব করছেন তা কেবল শুরু। আপনাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের আসামকে আরও অনেক এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অহোম সাম্রাজ্যের সময় আসামের শক্তি এবং ভূমিকা পুনর্ব্যক্ত করে আমরা আসামকে একটি উন্নত ভারতে একটি শক্তিশালী ভূমিতে পরিণত করব। নতুন শিল্পের সূচনা, আধুনিক পরিকাঠামো নির্মাণ, সেমিকন্ডাক্টর তৈরি, কৃষিতে নতুন সুযোগ, চা বাগান এবং তাদের শ্রমিকদের উন্নয়ন এবং পর্যটনের ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনা - আসাম প্রতিটি ক্ষেত্রেই এগিয়ে চলেছে। আমি আপনাদের সকলকে এবং দেশের সকল কৃষক ও বোনদের এই আধুনিক সার কারখানার জন্য আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। গুয়াহাটি বিমানবন্দরে নতুন টার্মিনালের জন্যও আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাই। বিজেপির ডাবল-ইঞ্জিন সরকারের অধীনে, শিল্প এবং সংযোগের এই সমন্বয় আসামের স্বপ্ন পূরণ করছে এবং আমাদের যুবসমাজকে নতুন স্বপ্ন দেখতে উৎসাহিত করছে।

বন্ধুগণ,

দেশের কৃষক, খাদ্য সরবরাহকারী, একটি উন্নত ভারত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অতএব, আমাদের সরকার কৃষকদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য দিনরাত কাজ করছে। আপনাদের সকলকে কৃষক-বান্ধব প্রকল্প সরবরাহ করা হচ্ছে। এই কৃষি কল্যাণমূলক উদ্যোগের মধ্যে, আমাদের কৃষকদের সারের অবিচ্ছিন্ন সরবরাহ পাওয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ইউরিয়া কারখানা ভবিষ্যতে এটি নিশ্চিত করবে। এই সার প্রকল্পে প্রায় ১১,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। প্রতি বছর এখানে ১.২ মিলিয়ন মেট্রিক টনেরও বেশি সার উৎপাদন করা হবে। এখানে উৎপাদনের ফলে সরবরাহ দ্রুত হবে এবং সরবরাহ খরচ কমবে।

বন্ধুগণ,

,এই নামরূপ ইউনিট হাজার হাজার নতুন কর্মসংস্থান এবং স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি করবে। একবার এই প্ল্যান্টটি চালু হয়ে গেলে, অনেক লোক এখানে স্থায়ী চাকরি পাবে। তাছাড়া, প্ল্যান্টের সঙ্গে সম্পর্কিত কাজ - মেরামত, সরবরাহ এবং প্রচুর পরিমাণে নির্মাণ কাজ - স্থানীয় মানুষদের, বিশেষ করে আমার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে।

কিন্তু ভাই ও বোনেরা,

একবার ভাবুন তো, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরই কেন কৃষকদের কল্যাণের জন্য কাজ করা হচ্ছে? আমাদের নামরূপ কয়েক দশক ধরে সার উৎপাদনের কেন্দ্র ছিল। একটা সময় ছিল যখন এখানে উৎপাদিত

ক্রমশঃ

(৩ পাতার পর)

# তপ্ত বাংলাদেশ, সীমান্ত 'ঠান্ডা' করল বিএসএফ

তবে বারংবার ব্যর্থ হয়ে পালিয়েও গিয়েছে। শনিবারের ছকটা একটু অন্যরকম ছিল।

বাংলাদেশ অশান্ত হতেই এই দুই অনুপ্রবেশকারী যেন পায়ে বল পেয়েছে। দলবল নিয়ে সীমান্তের কাছে হাজির হয় তাঁরা। বন্দুক হাতেই কর্তব্যরত সীমান্তরক্ষীদের হুমকি-হুঁশিয়ারি দেয়। চেষ্টা করে অনুপ্রবেশেরও।

সেই সময় বাধা দেয় বিএসএফ। তারপরই চড়ে বাগবিতণ্ডা। আরও দলবল টেনে বন্দুক-লাঠি নিয়ে হুমকি দিতে থাকে ওই অনুপ্রবেশকারীরা। এরপর পরিস্থিতি 'ঠান্ডা' করতে গুলি চালায় বিএসএফ।

(৪ পাতার পর)

# শতবর্ষের মঞ্চে শুভেন্দুদের প্রশ্নের জবাব সুকৌশলে দিলেন ভাগবত

থাকবে কি না, সে সিদ্ধান্ত সরকারের। তবে সীমান্ত খোলা থাকলে কে ঢুকছে, কীভাবে ঢুকছে - তার দায়ও সরকারকেই নিতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিকে 'উদ্বেগজনক' বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিপীড়ন প্রসঙ্গে সংঘপ্রধান বলেন, ভারতের হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। একই সঙ্গে তাঁর মত, শুধু ভারত নয়, বিশ্বের সর্বত্র হিন্দু সমাজেরই বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ানো উচিত।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্র বদলাবে কিনা - এই প্রশ্নে সরাসরি কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করেননি ভাগবত। বরং তিনি বলেন, রাজনৈতিক পরিবর্তন আনার দায়িত্ব ভোটারদেরই ।তাঁর কথায়, রাজনীতি নয়, সমাজ পরিবর্তন নিয়েই ভাবেন তিনি। রাজ্যে পরিবর্তন হবে কি না, তা জনগণই ঠিক করবেন।

মুর্শিদাবাদে প্রস্তাবিত মসজিদ নির্মাণ এবং সরকারি অর্থে ধর্মীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। এই প্রসঙ্গে আরএসএস প্রধান বলেন, সংঘ মুসলিম বিরোধী - এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। যাঁরা কাছ থেকে সংঘকে দেখেছেন, তাঁরাই জানেন আরএসএস কোনও ধর্মের বিরোধী নয়। মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু দেশের স্বার্থে সবাই একসঙ্গে কাজ করতে পারে বলেই তাঁর মত।

দিঘায় জগন্নাথধাম বা মহাকাল মন্দির নির্মাণে সরকারি ভূমিকা নিয়েও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন ভাগবত। তাঁর মতে, সরকার আসবে-যাবে, কিন্তু ধর্ম থাকবে। সরকারের কাজ ধর্মস্থান তৈরি করা নয়। সরকার নিরাপত্তা বা রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করতে পারে, কিন্তু সরাসরি ধর্মীয় নির্মাণ আইনসঙ্গত কি না, সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

# সিনেমার খবর

## ঐশ্বরিয়া আমার সত্য জানে, আমি তার: অভিষেক

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এই যুগে তারকাদের ব্যক্তিজীবন নিয়ে চর্চা যেন ডালভাত। সামান্য ফিসফাস বা একসঙ্গে জনসমক্ষে না এলেই শুরু হয়ে যায় জল্পনা। এরকম রটনার শিকার বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় দম্পতি অভিষেক বচ্চন এবং ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন।

এই তারকা দম্পতির বিবাহবিচ্ছেদের খবর বেশ কয়েকবার ছড়িয়ে পড়েছিল নেটমাধ্যমে। এবার বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন অভিষেক। সম্প্রতি পিপিং মুনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় যা রটেছে তা 'সম্পূর্ণ মিথ্যা'।

অভিষেক বলেন, আপনি যখন তারকা, মানুষ তখন আপনার সবকিছু নিয়েই অনুমান করতে চাইবে। আমরা বিয়ে করার আগে থেকেই এটা চলছে। প্রথমে তারা ঠিক করছিল কবে আমাদের বিয়ে হবে। আর এবার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর, তারা এখন আমাদের ডিভোর্স নিয়ে আলোচনা করছে। এসবই বাজে কথা।

এসব গুঞ্জনে তার ব্যক্তিজীবনে কোনো প্রভাব পড়ে না জানিয়ে জুনিয়র বচ্চন বলেন, সে (ঐশ্বরিয়া) আমার সত্য জানে। আমি তার সত্য জানি। আমরা একটি সুখী এবং স্বাস্থ্যকর পরিবারে ফিরে যাই, যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটাই শেষ কথা।

এই ভুয়া খবরগুলো তাদের মেয়ে আরাধ্যার ওপর কোনো প্রভাব ফেলে কি না, এমন প্রশ্নের অভিষেক জানান, আরাধ্যার কোনো ফোন নেই। পাশাপাশি ঐশ্বরিয়া তাকে শেখান যে, ইন্টারনেটে যা কিছু লেখা হয়, তার সবটাই বিশ্বাস করতে নেই।

গুজব তার মনোজগতে প্রভাব ফেলে না জানিয়ে অভিষেক বলেন, যদি এর মধ্যে কোনো সত্যতা থাকত, তবেই তা আমাকে প্রভাবিত করত। কিন্তু এটা করে না।

প্রসঙ্গত, আগামীতে অভিষেক বচ্চনকে দেখা যাবে সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত 'কিং' ছবিতে। এতে আরও অভিনয় করেছেন শাহরুখ খান, দীপিকা পাড়ুকোন, রানি মুখার্জি, সুহানা খান প্রমুখ।

## প্রথমবার ভিকির সঙ্গে দীপিকা

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

বড় অঙ্কের পারিশ্রমিক আর কাজের সময় নির্ধারণের দাবিতে সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন। এসময় অনেকে তার পক্ষে কথা বলেছেন। তবে নতুন করে আলোচনায় এসেছেন দীপিকা পাড়ুকোন।

বলিউডের দুই সুপারস্টার ভিকির সাথে একসঙ্গে একটি মহাকাব্যিক ছবিতে দেখার সম্ভাবনা নিয়ে তৈরি হয়েছে আলোচনা। পরিচালক অমর কৌশিকের বহু প্রতীক্ষিত পৌরাণিক ছবি 'মহাবতার'র প্রধান নারী চরিত্রের জন্য দীপিকা পাড়ুকোনকে বিবেচনা করা হচ্ছে বলে জোর গুঞ্জন শুরু হয়। যদি এই সহযোগিতা বাস্তবায়িত হয়, তবে এটি হবে পর্দায় তাদের প্রথম যুগলবন্দি।

গত বছরের নভেম্বরে যখন এই বিশাল বাজেটের ছবিটির ঘোষণা করা হয়। তখনই এটি খবরের শিরোনামে আসে। ছবিতে ভিকি কৌশলকে চিরঞ্জীবী যোদ্ধা পরশুরামের ভূমিকায় দেখা যাবে। এই ছবিটি প্রযোজনা করছেন দীনেশ বিজনের ম্যাডক ফিল্মস, যা 'স্ত্রী' ফ্র্যাঞ্চাইজির মতো হিট ছবির জন্য পরিচিত। প্রাথমিক ঘোষণা অনুযায়ী, ছবিটি ২০২৬ সালের ক্রিসমাসে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল, তবে ব্যাপক প্রাক-প্রোডাকশনের কাজের জন্য এটি পিছিয়ে যেতে পারে। প্রযোজনা সংস্থা ম্যাডক ফিল্মসের অফিসের বাইরে দীপিকাকে দেখা যাওয়ার পর থেকেই এই জল্পনা শুরু হয়।

প্রযোজক সূত্রে জানা গেছে, পরশুরামের চরিত্রের বিপরীতে এমন একজন অভিনেত্রীকে খোঁজা হচ্ছে, যিনি চরিত্রে গুরুত্ব ও গভীর আবেগ ফুটিয়ে তুলতে পারবেন। নির্মাতাদের মতে, দীপিকা এই মাপকাঠিতে নিখুঁতভাবে মানানসই। যদিও 'মহাবতার' মূলত পরশুরামের গল্প, তবুও নারী চরিত্রটির গ্রাফ অত্যন্ত শক্তিশালী এবং গল্পে তাঁর সমান গুরুত্ব থাকবে।

পরিচালক অমর কৌশিক শুরু থেকেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে এই চরিত্রে এমন কাউকে নেওয়া হবে যিনি আখ্যানে নায়কের সঙ্গে সমতুল্য স্থান পাবেন। আর এই চ্যালেঞ্জিং চরিত্রের জন্য দীপিকার মতো দক্ষ অভিনেত্রী তাদের প্রথম পছন্দ। তবে অভিনয়ের বিষয়ে দীপিকার কাছ থেকে সবুজ সংকেত মিলছে কিনা– তা এখনও স্পষ্ট করেননি নির্মাতারা।

## 'গোল্ডেন গ্লোব হরাইজন' অ্যাওয়ার্ড পেলেন আলিয়া ভাট

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

বর্তমান সময়ে বলিউডে আলোচিত মুখ আলিয়া ভাট। জীবনের স্বর্ণযুগ পার করছে এই তারকা অভিনেত্রী। সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ৫ম রেড সি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে তার জন্য নিয়ে এসে ভিন্নমাত্রা। অনুষ্ঠানে ভারতীয় এই অভিনেত্রীকে গোল্ডেন গ্লোব হরাইজন অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত করা হয়েছে। বিশ্বজুড়ে সৃজনশীল প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

একই মঞ্চে আরও সম্মাননা পেয়েছেন তিউনিসিয়ার অভিনেত্রী হেন্ড সাবরি। তাকে দেওয়া হয়েছে ওমর শরিফ অ্যাওয়ার্ড। পুরস্কার হাতে নিয়ে এক প্রতিক্রিয়ায় আলিয়া বলেন, 'গোল্ডেন গ্লোবস বিশ্বব্যাপী পুরস্কারজগতের আইকনিক অংশ। এর সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি আনন্দিত। সামনে আরও শক্তিশালী নারীর গল্প বলতে চাই।'

এদিন অনুষ্ঠানে পুরস্কার ছাড়াও ফেস্টিভ্যালে আলিয়ার ক্যারিয়ার উদযাপনে একটি বিশেষ প্রদর্শনীও আয়োজন করে। সেখানে তার অভিনয় যাত্রা শুরু থেকে 'হাইওয়ে', 'ডিয়ার জিন্দেগি', 'গাঙ্গুবাই কাঠিয়াওয়াড়ি', 'রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি', 'ব্রহ্মাস্ত্র'-এর মতো চলচ্চিত্রে তার শক্তিশালী পারফরম্যান্স এর চরিত্র তুলে ধরা হয়।

রেড কার্পেটে আলিয়ার উপস্থিতিও ছিল নজরকাড়া-সৌন্দর্য, গ্ল্যামার আর আত্মবিশ্বাসে ভরপুর একটি সুন্দর গাউনে তিনি পুরো ভেন্যু মাতিয়ে দেন।

'সিনেমার প্রতি ভালোবাসা'-এই স্লোগান নিয়ে গত চার ডিসেম্বর জেদ্দায় বসেছে এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। উৎসবের পঞ্চম আসর এটি। চলবে ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বিশ্বের নানা দেশের ১১১ সিনেমা এবারের আয়োজনে প্রদর্শিত হচ্ছে।

# সৌদি ক্লাবগুলোর নজরে লিভারপুলে কোণঠাসা সালাহ

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

লিভারপুলে কোচ আর্না স্লটের সঙ্গে সম্পর্ক ভঙ্গুর হয়ে পড়ায় মোহামেদ সালাহর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে সৌদি প্রো লিগের প্রধান নির্বাহী ওমার মুগারবেল জানিয়েছেন, দেশটির কয়েকটি ক্লাব এই অভিজ্ঞ স্ট্রাইকারকে দলে নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

২০১৭ সালে লিভারপুলে যোগ দেওয়া সালাহ গত আট মৌসুমে ক্লাবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি দলের হয়ে দুটি প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা, একটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ অসংখ্য ট্রফি জিতেছেন। গত মৌসুমে লিভারপুলকে লিগ চ্যাম্পিয়ন করতে সর্বোচ্চ ২৯ গোল করে গোল্ডেন বুটও জিতেছেন।

কিন্তু চলতি মৌসুমে তার পারফরম্যান্স নিরাশাজনক। প্রিমিয়ার লিগের সর্বশেষ তিন ম্যাচের দুইটিতে পুরো সময় বেঞ্চে ছিলেন, আর একটিতে বদলি হিসেবে খেলার সুযোগ পান। লিডস ইউনাইটেডের সঙ্গে ৩-৩ ড্র ম্যাচের পর সালাহইঙ্গিত দিয়েছেন, 'দলে কেউ চায় যেন সব দোষ আমার ওপর পড়ে।'

এই ঘটনায় গত মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে ম্যাচের স্কোয়াড থেকে সালাহকে বাদ দিয়েছেন কোচ স্লট। ম্যাচ শেষে জয় সত্ত্বেও কোচের অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে।

রিয়াদে ওয়ার্ল্ড ফুটবল সামিটে মুগারবেল বলেন, 'সৌদি লিগে মোহামেদ সালাহকে স্বাগত জানানো হবে। তবে খেলোয়াড়ের সঙ্গে আলোচনার কাজ ক্লাবগুলোর।' তিনি আরও উল্লেখ করেন, সালাহ বর্তমানে সৌদি ক্লাবগুলোর লক্ষ্য তালিকার অন্যতম।

এপ্রিলে লিভারপুলের সঙ্গে দুই বছরের নতুন চুক্তি করা ৩৩ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড ইতিমধ্যেই ৪২০ ম্যাচে ২৫০ গোল করেছেন। তবে বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর, জানুয়ারির দলবদলে তিনি অ্যানফিল্ড ছাড়ার সম্ভাবনা রাখছেন।

## টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেটের টিকিট বিক্রি শুরু, সর্বনিম্ন মূল্য ১০০ টাকা

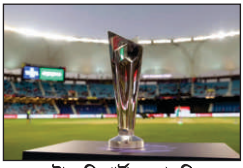

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রি বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে। ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিতব্য এবারের বিশ্বকাপে ভারতের কিছু ভেন্যুর সর্বনিম্ন টিকিট মূল্য মাত্র ১০০ ভারতীয় রুপি (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৩৫ টাকা)। শ্রীলঙ্কায় সর্বনিম্ন মূল্য রাখা হয়েছে ১,০০০ শ্রীলঙ্কান রুপি (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৪০০ টাকা)।

টিকিট পাওয়া যাবে tickets.cricketworldcup.com – এ। আইসিসি জানিয়েছে, বিভিন্ন ধরনের চাহিদা ও সব শ্রেণির দর্শকদের জন্য টিকিটের ভিন্ন মূল্য ধার্য করা হয়েছে, যাতে প্রত্যেকে বিশ্বকাপের ক্রিকেটের অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে পারে।

আইসিসি প্রধান নির্বাহী সংযোগ গুপ্ত বলেন, "টিকিট বিক্রির প্রথম ধাপটি সহজলভ্য করা হয়েছে, যাতে ভৌগলিক অবস্থান বা আর্থিক সামর্থ্য নির্বিশেষে প্রতিটি ভক্ত বিশ্বকাপের ক্রিকেট উপভোগ করতে পারে।"

বিসিসিআইয়ের সচিব দেবজিত সাইকিয়া জানিয়েছেন, ১০০ রুপি থেকে শুরু হওয়া টিকিট মূল্য বিশ্বকাপ নিয়ে দর্শকদের মধ্যে উন্মাদনা আরও বাড়াবে। এবারের বিশ্বকাপকে দর্শক-ভক্তদের কাছে আরও আরামদায়ক ও উপভোগ্য করে তোলার প্রত্যয় প্রকাশ করেন তিনি।

এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ২০ দল অংশগ্রহণ করবে, এবং উদ্বোধনী দিনে মাঠে নামবে পাকিস্তান বনাম নেদারল্যান্ডস এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ।

## 'এ+' গ্রেড হারাতে পারেন কোহলি-রোহিত

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

আইসিসির সর্বশেষ ওয়ানডে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে থাকা বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার জন্য সুখবরের পাশাপাশি রয়েছে কিছু চাঞ্চল্যকর দুঃসংবাদ। ৩৭ বছর বয়সী কোহলি দুই নম্বরে এবং ৩৮ বছর বয়সী রোহিত শর্মা শীর্ষে থাকা এই দুই অভিজ্ঞ ব্যাটার এখনও দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখাচ্ছেন, তবে তাদের বেতন কমানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

ভারতের দলে শুধু ওয়ানডেতে খেলছেন এই দুই সিনিয়র ক্রিকেটার। ২০২৪-২৫ মৌসুমের চুক্তিতে তারা 'এ+' ক্যাটাগরিতে ছিলেন, তবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়-পরবর্তী অবসরের কারণে এবং এবার টেস্ট থেকে বিদায় নেয়ার পর সম্ভাবনা রয়েছে তাদের গ্রেড একটি ধাপ নেমে 'এ' ক্যাটাগরিতে চলে যাবে। এতে তাদের বার্ষিক বেতন বর্তমান ৭ কোটি রুপি থেকে কমে প্রায় ২ কোটি রুপি কমতে পারে।

ভারতের সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, আগামী ২২ ডিসেম্বর ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিসিসিআইয়ের ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় এ সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সেই সভায় বেতন কাঠামার পাশাপাশি আম্পায়ার ও ম্যাচ রেফারিদের বেতন সংস্কার এবং বোর্ডের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের হালনাগাদ বিষয়গুলোও আলোচনা হবে।

বর্তমান সময়ে রোহিত-কোহলির পরে ভারতের ওয়ানডে এবং টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে উঠে আসছেন শুভমান গিল। এছাড়া জাসপ্রিত বুমরাহ ও রবীন্দ্র জাদেজাও এ+ ক্যাটাগরিতে থাকবেন। গিল পূর্বে 'এ' ক্যাটাগরিতে ছিলেন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR